ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সুখবর দিলেন ঐশ্বরিয়া

পৃঃ ৫

১২ মিনিটে মেসির হ্যাটট্রিক, বড় জয়ে ইতিহাস গড়ল মায়ামি

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৮৭ ● কলকাতা ● ০৮ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের

নার্কো-পলিগ্রাফে 'অসম্মতি'ই তদন্তে অস্ত্র সিবিআইয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ভবিষ্যতে আইনি লড়াইয়ে বিপাকে পড়তে পারেন বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। ওই অসম্মতিকে তদন্তে অসহযোগিতার হাতিয়ার করে তাঁদের জামিনের বিরোধিতা এবং বিচার প্রক্রিয়া জোরদার করায় সিবিআই সক্রিয় হবে বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ।কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'শুধু জামিনের বিরোধিতায় নয়, অসম্মতির বিষয়টি বিচার প্রক্রিয়ার সময়েও ওই দু'জনকে দোষী সাব্যস্ত করায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে সিবিআই।' আলিপুর দেওয়ানি আদালতের প্রাক্তন মুখ্য সরকারি আইনজীবী রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সে ক্ষেত্রে ওই দু'জনের জামিন না-ও মঞ্জুর হতে পারে। ওই দু'জনকে হেফাজতে রেখে বিচার প্রক্রিয়া চালানোর আবেদনও করতে পারে সিবিআই। কোর্ট যাতে মান্যতা দিতে পারে।' এই বিষয়ে সন্দীপ ও অভিজিতের আইনজীবীরা মন্তব্য করেননি। অন্য দিকে, আর জি কর হাসপাতালের দুর্নীতির মামলায় অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের

এরপর ৩ পাতায়

রাতেই ল্যান্ডফল, সতর্কবার্তা হাওয়া অফিসের

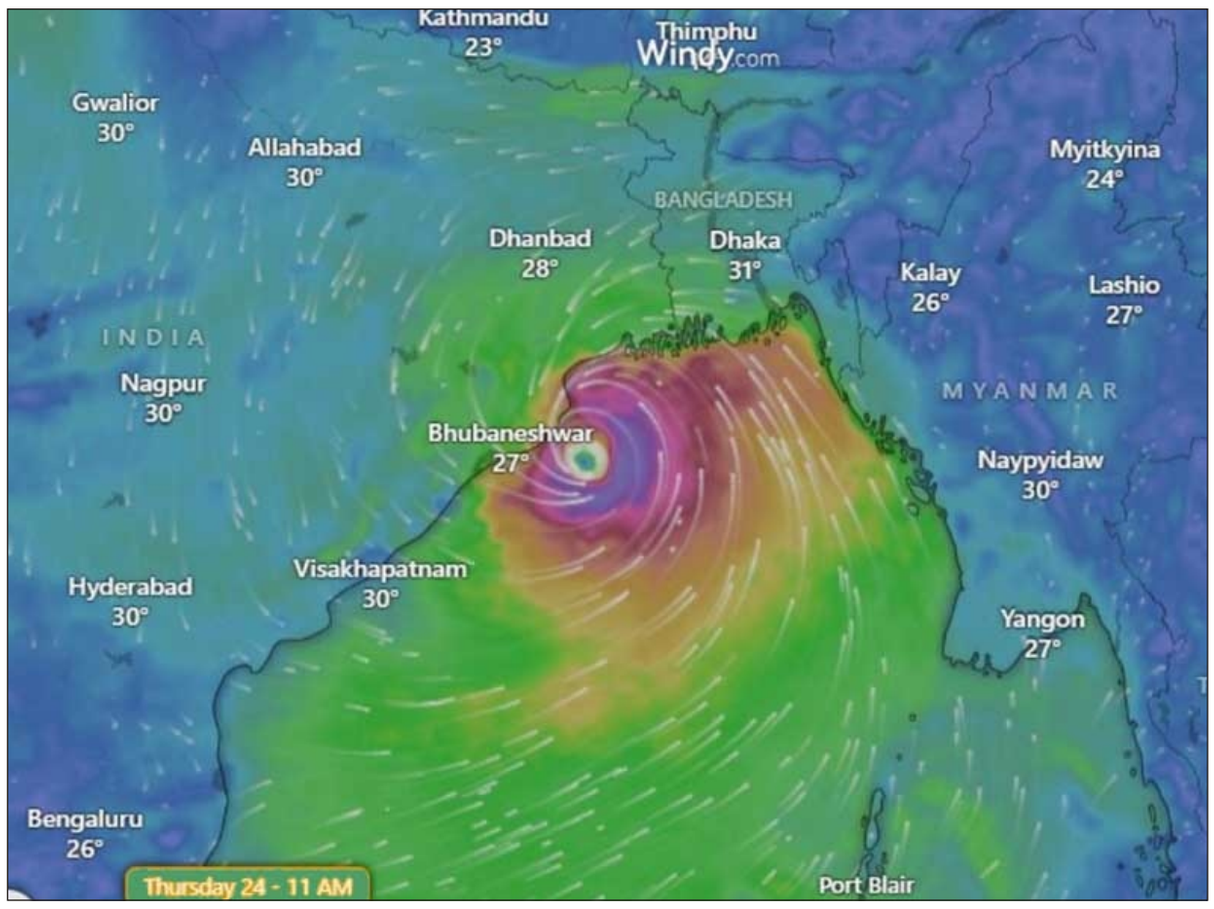

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ দানা'র অবস্থান ছিল পারাদ্বীপ থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে। ধামারা থেকে 'দানা'র দূরত্ব ২১০ কিলোমিটার। সাগরদ্বীপ থেকে ২৭০ কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্রবল ঘূর্ণিঝড় দানা আছড়ে পড়তে বলে অনুমান আবহাওয়া দপ্তরের।ঘূর্নিঝড় মোকাবিলায় হুগলি জেলায় একাধিক কন্ট্রোল রুম থেকে চলছে নজরদারী। আঠেরো হাজার বাসিন্দাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শিবিরে। শতাধিক শিবির করা হয়েছে খবর জেলা প্রশাসন সূত্রে। জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারীক মাসুদুর রহমান জানান, ''ঝড়ের গতিপ্রকৃতি জানতে দুর্যোগে প্রভাব কতটা জানতে চুঁচুড়ায় জেলা শাসক দপ্তরে সেন্ট্রেল কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পাশাপাশি চারটে মহকুমা হেড কোয়ার্টারে , তেরোটি পৌরসভা এবং আঠারোটি ব্লকেও কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। শুকনো খাবার, শিশুদের খাদ্য, কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হুগলিতে ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় নীচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ দত্তের

অসুস্থতা নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে কুৎসা! পালটা তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ দত্তের অসুস্থতা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত 'কুৎসা'র কড়া জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে একইসঙ্গে প্রাক্তন আইপিএসের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে তৃণমূল। শুধু তাই নয়, অসুস্থতার নেপথ্যে বিভিন্ন টক-শো এবং বারাণসীতে একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া সংগঠনের উদ্যোগকাদেরও কেন দায়ী করা হবে না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শাসকদল। শুভেন্দুর বক্তব্য, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সমালোচক পঙ্কজ দত্ত। বিশেষ করে পুলিশি তদন্তের ফাঁকফোকরগুলো নিয়ে সমালোচনা করেন, পুলিশি অতিসক্রিয়তায় সরব হন। সরকারের নির্দেশেই কলকাতা পুলিশ তাঁকে হেনস্থা করছিল। পুলিশই দায়ী পঙ্কজ দত্তের স্বাস্থ্যের এই অবস্থার জন্য।" সাংবাদিকরা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া চাইলে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ পালটা বলেন, '' শুভেন্দুবাবু কি বললেন সেটা বিচার্য নয়। কি বলছেন সেটাই বিষয়। পুলিশ ডাকার পর যদি অসুস্থ হন, তাহলে তা কোথায় নথিভুক্ত আছে। পুলিশ ডাকার পর উনি (পঙ্কজ) একাধিক টিভির প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন। ৭৩ বছর বয়স, টিভিতে চিৎকার করলেন, চিৎকার করার জন্য উৎসাহিত করা

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

ইসকন মন্দিরে দীপদান অনুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবছর ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির এবং বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখা কেন্দ্রে শ্রী শ্রী লক্ষী পূর্ণিমার দিন ১৭ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে দীপদান অনুষ্ঠান। চলবে রাসপূর্ণিমা ১৫ ই নভেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত। এই একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে সকলেই দীপদান করতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রতিদিন ৭ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে।একই সাথে চলবে দামোদরাষ্টকম স্ত্রোত্র পাঠ। দেশ বিদেশের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হয়। কঠোর করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভগবানের প্রীতি লাভার্থে দীপদান করা হয়। দীপদান আলোর উৎসব, আনন্দের উৎসব, অন্ধকার দূরীভূত করার উৎসব, মহামিলনের উৎসব। অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আমাদের মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোক আলোর দীপ। শুভ দীপদান অনুষ্ঠানে এই হোক আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

রসিক গৌরাঙ্গ দাস
জনসংযোগ আধিকারিক
ইসকন, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৩
০২/১০/২০২৪
গড়ন- ৯৪৭৫৪৩৮২৮১/
৯৯৩২৩১৬৯৮৯
Email- iskconmedia office@gmail

দীপাবলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলা তথা ভারতবর্ষে বারো মাসে তেরো পার্বণ। দীপাবলীর উৎসব হল দ্রুত নিজেকে পবিত্র করে তোলা এবং পরস্পরের মধ্যে আনন্দের আদান প্রদান ও মহামিলনের একটি অন্যতম মাধ্যম। সর্বোপরি এই উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে ভগবানের প্রীতি বিধান তথা সেবার বিশেষ সুযোগ লাভ করা যায়। যার ফলে জীবনের পারমার্থিক প্রগতি লাভ হয়। সনাতন ধর্মে যত প্রকার উৎসব আছে তার মধ্যে দীপাবলী অন্যতম। দীপাবলি কথাটির অর্থ দীপশ্রেণী বা দীপের আলি।ত্রেতাযুগে রাবনকে বধ করার পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন অযোধ্যাবাসীগণ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছিল। সমগ্র অযোধ্যা নগরীকে আলোকমালায় সজ্জিত করে বিভিন্ন নৃত্যনাট্য ও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। তারই স্মরণে এই উৎসব। আজও বিভিন্ন মন্দিরে, গৃহে, রাজপথে, শত শত ঘৃত, তৈলপ্রদীপ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। অনেকে আবার দীপাবলী বা দেওয়ালি উদযাপন করেন। একটি বিশেষ পৌরাণিক ঘটনাকে স্মরণ করে। সেখানে বলা হয়েছে ওই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর বধ করেছিলেন। নরকাসুর ছিলেন পৃথিবীর পুত্র এবং তিনি ব্রহ্মা ও শিবের বরে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে শুধু পৃথিবী নয়, দেবতাদেরও পরাজিত করে স্বর্গলোকও অধিকার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহায়তায় (ওই সময়ে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের রণের সারথী হয়েছিলেন) তাকে হত্যা করেন। নরকাসুরের মৃত্যুর পর মাতা ধরিত্রী ওই দিন বিশেষ উৎসব করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। এইভাবে নরকাসুরের কবল থেকে পৃথিবী ও স্বর্গলোকের উদ্ধার বিজয়োৎসব রূপে দীপাবলীর মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসব ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর প্রসন্নতাও বিধান করে। এই বিশেষ দিনটিতে যদি কারো গৃহ অন্ধকার থাকে তাহলে লক্ষ্মী দেবী সেখানে প্রবেশ করেন না। ভক্তেরা লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ পূজা করে থাকে যাতে তাদের গৃহ সমৃদ্ধশালী হয়, সকলে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে

এরপর ৩ পাতায়

কার্তিকে দীপদান মহোৎসব

শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে দীপদান মহোৎসব একটি বিশেষ মহিমামন্ডিত অনুষ্ঠান। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্র কার্তিকমাসে দীপদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই মাসকে দামোদর মাস বলেন। উক্ত মাস হেমন্ত ঋতুর অন্তর্গত। এই ঋতুর সমাগমে দেবী বসুন্ধরা তাঁর স্বাভাবিক কমনীয় শান্ত মূর্তি ধারন করেন। হেমন্ত ঋতুজাত নানাপ্রকার বিকশিত পুষ্পের সৌরভে যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে, তেমনি এই সময়ে দেব অর্পিত দীপের মনোরম শোভা দ্বারা মানব নয়নেরও পরমানন্দ বিধান করে। আমাদের জীবনের মঙ্গল কামনায় সকলেরই আরাধ্য দেবের প্রতি দীপদান করা কর্তব্য। সূর্যের উদয়ে যেমন সমস্ত জগতের অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়, তদ্রুপ প্রযত্ন সহকারে এই মসে যথাবিধি হরিমন্দিরে আরাধ্যদেবের প্রীতিবিধানে দীপার্পণে একদিকে যেমন সমস্ত দুঃখাদি অমঙ্গলসমূহ দূরীভূত হয়ে জগতময় আলোকে উদ্ভাসিত হবে অপর দিকে তেমনি জগৎ জীবের জীবন দীপের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, আর সেই সঙ্গে পরলোকে পরম ধামে পরাগতি লাভ হবে। এই কার্তিক মাসে ঘৃতদীপ, তিলতৈলদীপ, সকর্পূর দীপদান অধিক প্রস্তুত। অখণ্ড অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী দীপদান, হরিমন্দিরের উপরিভাগে কুম্ভের উপরে দীপদান, শিখরস্থিত দীপ সন্দর্শন অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। হরিমন্দিরে দীপপংক্তি প্রদান, আকাশ দীপদান, সলিল মধ্যে দীপদানে নেত্রযুগল অধিক তেজময় হয় ও দীপদাতা বিদ্বান হয়ে ভূমন্ডলে বিচরন করেন। যিনি প্রদীপ প্রবোধন বা আবর্তন করেন তিনিও মহামঙ্গল প্রাপ্ত হন। সামান্য জীব একটি মুষিকও অন্য দত্ত দীপ উদ্দীপনে পরমাগতি লাভ করেছিল। অতএব আমাদের সকলের এরূপ প্রার্থনা হোক - " হে সর্বমঙ্গলময় দামোদরদেব! আপনাকে এই সুগন্ধ সমন্বিত দীপ আবর্তন পূর্বক সমর্পণ করলাম। আপনি আমাদের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে পরম কল্যাণ বিধান করুন।

দাপট শুরু 'দানা'-র, বৃষ্টি শুরু রাজ্যে,

স্থলভাগের থেকে ক্রমশ কমছে দূরত্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার বেগে এগোচ্ছে দানা। ধীরে ধীরে দাপট শুরু হয়েছে বাংলায়। নিজের উপস্থিতি ভাল মতো বোঝাচ্ছে ওড়িশাতেও। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে অতি শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়। ইতিমধ্যে উপকূলবর্তী এলাকা থেকে সরানো হয়েছে স্থানীয় মানুষকে। পর্যটক কেন্দ্রগুলি থেকেও সরিয়ে দেওয়া

এরপর ৪ পাতায়

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' আতঙ্ক!

৬৫ জন অন্তঃসত্ত্বাকে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে নিয়ে আসা হল সাগর হাসপাতালে

নুরসেলিম লস্কর, সাগর : নিউজ সারাদিন : ডানার প্রভাবে প্রাণ ও সম্পত্তিহানি রুখতে তৎপরতা বাড়াচ্ছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই উপকূল এলাকা থেকে সরানো হচ্ছে মানুষজনকে। সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ থেকে ৬৫ জন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে।ডানার প্রভাবে যাতে কোনও মা ও সদ্যোজাত শিশুর ক্ষতি না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা বলে জানিয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের নির্দেশিকা মেনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কাজ শুরু করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। গঙ্গাসাগর এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিরাপদ স্থান হিসাবে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসার কাজ শুরু হয়। অতীতের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের অভিজ্ঞতা থেকে এবার আগেই তৎপর হয়েছে প্রশাসন। ডানার তাণ্ডবে যাতে কোনওভাবে সদ্যোজাত শিশু ও মায়েদের কোনও ক্ষতি না হয়, তারজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসেবে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁরা জানান, দুর্যোগের কবলে পড়লে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সরিয়ে নিয়ে আসায় ঝুঁকি থাকবে। তাই আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার বুলেটিনে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই মুহূর্তে পারাদ্বীপ থেকে ২৬০ কিলোমিটার, ধামারা থেকে ২৯০ কিলোমিটার এবং সাগরদ্বীপ থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে এটি তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসেবেই ওড়িশা উপকূলে ল্যান্ডফল করবে। ওড়িশার ভিতরকণিকা ও ধামারার কাছে ল্যান্ড ফল করার প্রবল সম্ভাবনা। পুরী থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এর প্রভাব। ল্যান্ডফলের সময় ঘণ্টায় এর গতিবেগ সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার হতে পারে।

পঞ্চায়েত জুড়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত জুড়ে একাধিক দুর্নীতি ও পঞ্চায়েত কর্মীদের অনিয়মিত পঞ্চায়েত অফিসে আসা অভিযোগ কে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে বিক্ষোভের শামিল হল এলাকার বাসিন্দারা। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো মালদার মানিকচক ব্লকের দক্ষিণচন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে। পঞ্চায়েত জুড়ে সর্বত্রই দুর্নীতি হচ্ছে এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। পাশাপাশি পঞ্চায়েতে আসছেন না প্রধানসহ সরকারি কর্মীরা বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এমত অবস্থায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী ক্ষোভ বিক্ষোভে শামিল হল। দ্রুত প্রশাসন পদক্ষেপ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক দাবি ক্ষিপ্ত এলাকাবাসীর। মালদার মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত বিজেপি পরিচালিত দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রধান শক্তি মণ্ডল।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বন্যায় প্লাবিত ছিল গোটা ভূতনির সাথে এই দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। গত প্রায় দুই মাস জল যন্ত্রণায় ভুক্তভোগী হয়েছে এলাকার মানুষ। বর্তমানে জল নামলেও মানুষ নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। ফলে সেই সমস্ত সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েত চত্বরে এলাকার মানুষ আসলে দেখা মিলছে না কোন সরকারি কর্মী থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধানদের। পঞ্চায়েতে কর্মীদের না থাকার কারণে প্রতিনিয়ত হতাশ হতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। এমত অবস্থায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী বুধবার বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত জুড়ে বর্তমানে দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন ভুয়ো বিল করা হয়েছে। সরকারি টাকা তছরুপ করেছে পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে সরকারি কর্মীরা। মানুষ নূন্যতম পরিষেবার জন্য পঞ্চায়েতে আসলেও খালি হাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে। সামান্য কোন কাজ করাতে হলে টাকা পর্যন্ত পঞ্চায়েতে দিতে হচ্ছে। দেখা মিলছে না কারোরই এমত অবস্থায় ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখান। যদিও ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী গোটা অভিযোগ ব্লক প্রশাসনের কাছে জানাবেন বলেই জানিয়েছেন তারা।

পঞ্চায়েতের এক কর্মী কল্পনা সাহা বিভিন্ন কাজ করাতে আসা মানুষদের কাছ থেকে ৫০ টাকা করে নিচ্ছেন বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গোটা অভিযোগ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত কর্মী কল্পনা সাহা জানিয়েছেন, প্রধান তাকে নির্দেশ দিয়েছে ওয়ারিশ সার্টিফিকেটের কাজের জন্য ৫০ টাকা করে নেওয়ার। সেই নির্দেশ মতো তিনি নিচ্ছেন। কি কারণে নির্দোষ দিয়েছে কি উদ্দেশ্য রয়েছে সমস্তটা প্রধানই বলতে পারবে বলেই দাবি তার।

যদিও গোটা বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান শক্তি মণ্ডলের সাথে ফোন মারফত বারংবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। প্রধানের বাবা মারা যাওয়ায় পারিবারিক কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি এমনটাই জানা যাচ্ছে।

বোতল-কাণ্ডের জেরে সাংসদ পদ

খোয়াবেন কল্যাণ? বড় পদক্ষেপ বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর), ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে তৈরি হয়েছিল ধুন্ধুমার পরিবেশ। উত্তেজনায় একটি কাচের বোতল, টেবিলে মেরে ভেঙে ফেলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সাংসদদের আরও অভিযোগ,

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

রাতেই ল্যান্ডফল, সতর্কবার্তা হাওয়া অফিসের

হুগলি জেলার কন্ট্রোল রুম ফোন নম্বর ৭০০৩১৯০৫০৭ / ০৩৩-২৬৮১২৬৫২

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় দানা ভদ্রক জেলার ধামারা ও কেন্দ্রাপাড়া জেলার ভিতরকণিকার মধ্যে ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা। ল্যান্ডফলের সময়-এর গতিবেগ হতে পারে সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গেও। পূর্ব মেদিনীপুরে একই গতিতে অর্থাৎ ১০০ থেকে ১২০কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে বইতে পারে ঝড়। ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।বৃহস্পতিবার দুপুরে আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক সোমনাথ দত্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইবে। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল বরাবর ২৫ অক্টোবরের সকাল পর্যন্ত এমনই বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। এর পর ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হবে।"

ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় চলছে সচেতনতামূলক মাইকিং। ইতিমধ্যেই আবহাওয়া দপ্তর থেকে হুগলি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। ঘূর্ণিঝড় দানা'র ঝাপটে ওলট পালট হতে পারে সব কিছু। তার আগে থেকেই তাই সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। শুনশান গুপ্তিপাড়া ফেরিঘাট চত্বর যেন ধর্মঘট চলছে। টিকিট কাউন্টার খোলেনি ঘাটে ঢোকার গেট তালা দিয়ে বন্ধ করা। ঘূর্নিঝড়ে বিপদ হতে পারে সেই আশঙ্কায় যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নবান্নের নির্দেশে জেলা প্রশাসন সব ফেরিঘাট বন্ধ রাখতে বলেছে। বুধবার বিকাল পাঁচটা থেকে উত্তরপাড়া থেকে গুপ্তিপাড়া সব ফেরি সার্ভিস বন্ধ রয়েছে। এদিন সকাল থেজেই যাত্রীরা এসে ফিরে যাচ্ছেন ফেরি ঘাট থেকে। দানার প্রভাবে এদিন প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে সকাল থেকে। আকাশ কালো করে আছে চলছে ঝোড়ো হাওয়া। রাস্তা ঘাটে লোকজনের দেখা নেই বললেই চলে। খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না কেউ। দোকান পাট খোলেনি অনেক জায়গায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও সন্ধা আটটা থেকে আগামী বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল এমনটাই জানা গেছে রেল সূত্রে। যাত্রী নিরাপত্তার কথা ভেবে হাওড়া ডিভিশনে ৬৮টি ট্রেন বাতিল থাকবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। হাওড়া বর্ধমান মেন ও কর্ড শাখা, হাওড়া কাটোয়া শাখা এবং হাওড়া ব্যান্ডেল শাখা ও হাওড়া আরামবাগ শাখার আপ ও ডাউন মিলিয়ে ৬৮ টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

চুঁচুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে ফেরিঘাট গুলোর জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ২৩ অক্টবর বিকেল ৫ টা থেকে ২৫ অক্টবর দুপুর ১২টা পর্যন্ত ফেরি ঘাট বন্ধ থাকবে। ভেসেল বা লঞ্চ চলবে না এই সময়ে। পৌরসভার তরফ থেকে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে জনসাধারণকে সচেতন করে প্রচার করা হচ্ছে। বাড়িতে পানীয় জল মজুদ করে রাখতে বলা হয়েছে।স্থানীয় মৎস্যজীবী সঞ্জয় সাহা ও রামপ্রসাদ বিশ্বাসরা জানান আপাতত কিছুদিন নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া বন্ধ রেখেছি। শুনেছি, ডানা নামক ঝড় আছে করতে পারে আমাদের জেলায়। ইতিমধ্যেই আমরা যারা মৎস্যজীবী রয়েছি তারা নিজেদের নৌকা পারে তুলে রেখেছি। বিকেলের দিকে জোয়ার বাড়লে নৌকা গুলোকে আরো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখবো। চুঁচুড়া এলাকাতেই প্রায় তিনশোর বেশি ছোট ডিঙ্গি নৌকা রয়েছে। প্রশাসন আমাদেরকে সতর্ক করেছে আমরা সেই মোতাবেক সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

ঘূর্নিঝড় মোকাবিলায় হুগলি জেলায় একাধিক কন্ট্রোল রুম থেকে চলছে নজরদারী। আঠেরো হাজার বাসিন্দাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শিবিরে। শতাধিক শিবির করা হয়েছে খবর জেলা প্রশাসন সূত্রে।

জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারীক মাসুদুর রহমান জানান, ''ঝড়ের গতিপ্রকৃতি জানতে দুর্যোগে প্রভাব কতটা জানতে চুঁচুড়ায় জেলা শাসক দপ্তরে সেন্ট্রেল কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পাশাপাশি চারটে মহকুমা হেড কোয়ার্টারে , তেরোটি পৌরসভা এবং আঠারোটি ব্লকেও কন্ট্রোল রুম ।

২ পাতার পর

দীপাবলী

পারেন। কৃষ্ণভক্তদের কাছে এই উৎসব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভক্তরা শুধু এই বিশেষ দিনটিই নয়, একমাস ব্যাপী ভগবানের উদ্দেশ্যে দীপদান করে থাকেন। ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলাবিলাস ঘটনাটি হয় এই দীপাবলীর সময়।কৃষ্ণের দামবন্ধন লীলা কে স্মরণ করে আজ সাড়ম্বরে নানা স্থানে মহোৎসব হয়। কোথাও কোথাও মহাসমারোহে কার্ত্তিক ব্রত পালন করা হয় এই সময়ে। বর্তমানে সারা বিশ্বের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারের ফলে প্রায় সমস্ত দেশের ইস্কন মন্দির সমূহে এই উৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। পদ্মপুরানে বর্ণনা করা হয়েছে কার্তিক মাসের এই বিশেষ তিথি তথা সারা মাসেই যদি কেহ গগনতলে আকাশ প্রদীপ জ্বালায় তাহলে তার সমস্ত কুল পরিত্রাণ লাভ করে হরিধাম প্রাপ্ত হয়। সুস্থ ও সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যমে দীপদান উৎসব উদযাপন সমাজের রুচিপূর্ণ সংযতচর্চা তথা জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ সাধনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।

২ পাতার পর

বোতল-কাণ্ডের জেরে সাংসদ পদ খোয়াবেন কল্যাণ? বড় পদক্ষেপ বিজেপির

ওই ভাঙা বোতল তিনি কমিটির সবাপতি, জগদম্বিকা পালের দিকে ছুড়ে মারার চেষ্টা করেন।ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকের একদিন পরই এই চিঠি দিলেন বিজেপি সাংসদরা। বৈঠকে বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে বিজেপি সাংসদ তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় তাঁর হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে জানা গিয়েছে। এরপরই, একটি কাচের জলের বোতল ভেঙে, কমিটির সভাপতির ডেস্কের দিকে ছুড়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ, এমনটাই বিজেপি সাংসদদের অভিযোগ। সেই সময়ই ভাঙা কাচে কল্যাণের আঙ্গুল কেটে যায়। তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুল এবং কনিষ্ঠায় মোট ৬টি সেলাই পড়ে। এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য বৈঠক স্থগিত রাখা হয়েছিল। পরে, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের প্রস্তাবে ভোটাভুটি করে, ওয়াকফ (সংশোধন) বিলের যৌথ সংসদীয় কমিটি থেকে একদিনের জন্য বরখাস্ত করা হয় তৃণমূল সাংসদকে।ভাঙা বোতলে হাত কেটে গিয়েছিল কল্যাণের। কিন্তু, ওই আচরণ এবং অসংসদীয় কথা বলার দায়ে তাঁকে তৃণমূল সাংসদকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে ওই কমিটি থেকে। এবার, লোকসভা থেকেও সাসপেন্ড হতে পারেন তৃণমূল সাংসদ। এই দাবি জানিয়ে, বুধবার (২৩ অক্টোবর), লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে একটি চিঠি দিয়েছেন ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির বিজেপি সাংসদরা।

চিঠিতে, বিজেপি সাংসদরা জানিয়েছেন, যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই আচরণের জন্য তাঁর লোকসভার সদস্যপদ প্রত্যাহার করার কথা বিবেচনা করা উচিত। বিষয়টি এথিক্স প্যানেলের পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগের লোকসভায় ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগে এথিক্স প্যানেলের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। শেষ পর্যন্ত প্যানেলের সুপারিশে মহুয়া মৈত্রর সাসংদ পদ খারিজ করা হয়েছিল। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে অবশ্য তিনি ফের জিতে লোকসভায় ফিরে এসেছেন।

১-ম পাতার পর

প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ দত্তের অসুস্থতা নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে কুৎসা! পালটা তৃণমূলের

হল। সেমিনারে বক্তৃতা করতে পাঠানো হল, যদি অসুস্থ থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই বেনারসে যেতেন না। যারা ওঁকে দিয়ে সেমিনার করাচ্ছেন, টিভিতে বলাচ্ছেন, এর দায় তাহলে তাদেরও।"এর পরই কুণাল প্রশ্ন তুলে বলেন, "পুলিশ ডাকলে যদি অসুস্থতা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সিবিআই তদন্তের জন্য তাপস পাল, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদের মতো যে মৃত্যুগুলো হয়েছে, সেগুলো সিবিআইয়ের জন্য হয়েছে। পঙ্কজবাবু নাকি তাবড় পুলিশ কর্তা ছিলেন, প্রাক্তন আইজি। পুলিশ ডাকলে যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে উনি কীসের পুলিশ কর্তা।"

পুলিশ ডাকার জন্যই পঙ্কজবাবুর অসুস্থতা বলে যে প্রচার ও কুৎসা চলছে তার বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ বলেন, "পঙ্কজ দত্ত রাজ্যের প্রাক্তন আইজি। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। পঙ্কজবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো। উনি আমায় স্নেহ করেন। কিন্তু পঙ্কজ দত্ত গত কয়েকদিন আগে অত্যন্ত কুৎসিত, আপত্তিকর এবং আইনত অপরাধে একটি মন্তব্য করেছিলেন। উনি একটি নির্দিষ্ট এলাকার মহিলাদের ইঙ্গিত করে চূড়ান্ত খারাপ মন্তব্য করেন। এর পর আইনতই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু প্রক্রিয়া হয়। এখন সেটাকে ধামাচাপা দিতেই বলা হচ্ছে ওঁকে (পঙ্কজ) পুলিশ ডেকেছিল বলেই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"এর পরই কুণালের প্রশ্ন, "যদি পুলিশ ডাকায় উনি অসুস্থ হন, তাহলে ওঁর আইনজীবীরা এতদিন আদালতে গেলেন না কেন মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে? পুলিশ ডাকায় অসুস্থ হয়েছেন এরকম কোনও অভিযোগ তো এদিন শুনিনি? যদি পুলিশ ডাকার পর উনি অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে রোজ টিভির প্রোগ্রামই বা করলেন কী করে? বেনারস গেলেন কী করে সেমিনারে বক্তৃতা দিতে?" বারাণসীতে গিয়ে প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্তের অসুস্থতার খবর নিয়ে বুধবার সোশাল মিডিয়ায় সরব হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

জঙ্গিবাদ রুখতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের দেশের মাটিতে

পা রাখতে দিল না ইন্দোনেশিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জঙ্গি হামলা রুখতে মুসলিম রোহিঙ্গাদের নৌকা থেকে নামতে দিল না ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দারা। আর এরফলে ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলে নারী, শিশুসহ ১৪০ জন রোহিঙ্গাকে একটি নৌকার মধ্যে ভাসতে হচ্ছে । জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে ইঞ্জিন নৌকায় ইন্দোনেশিয়া উপকূলে যায় এই রোহিঙ্গাদের দল।পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশ থেকে রওনা হওয়ার সময় নৌকাটিতে ২১৬ জন লোক ছিল এবং তাদের মধ্যে ৫০ জন ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে অবতরণ করেছে । তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ, ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে নেই ইন্দোনেশিয়া। সেইজন্য শরণার্থী গ্রহণ করতে এই দেশের প্রশাসন বাধ্য নয়। বলা বাহুল্য, ২০১৭ সালে নৃশংস সহিংসতার পরে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যায় প্রায় ৭৪০,০০০ রোহিঙ্গা। তাদের মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ রোহিঙ্গা বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাস করে। আর এই সকল রোহিঙ্গারাই এখন আশ্রয়ের জন্য নৌকা করে পাড়ি দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে।দক্ষিণ আচেহ শহরের মাঝি সম্প্রদায়ের প্রধান মোহাম্মদ জাবাল জানিয়েছেন, ' আমরা রোহিঙ্গাদের এখানে নামতে দিইনি। কারণ আমরা চাই না যে অন্য জায়গায় যা ঘটেছে তা এখানে ঘটুক। এই রোহিঙ্গারা যেখানে গিয়েছে, সেখানেই হয়েছে অশান্তি।' ইতিমধ্যেই বন্দরে মধ্যে টাঙ্গানো হয়েছে ব্যানার। সেখানে লেখা রয়েছে,' দক্ষিণ আচেহ রিজেন্সির জনগণ এই অঞ্চলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমন প্রত্যাখ্যান করেছে।' একথায় রোহিঙ্গাদের প্রবেশ বন্ধ করতে সরব হয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আমজনতারা।

১-ম পাতার পর

সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের নার্কো-পলিগ্রাফে' অসম্মতি'ই তদন্তে অস্ত্র সিবিআইয়ের

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তথা ট্রমা কেয়ার সেন্টারের নোডাল অফিসার সুজাতা ঘোষকে বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। জেল হেফাজতে থাকা হাউস স্টাফ আশিস পাণ্ডে হাসপাতালে না এসেও দীর্ঘদিন ধরে কি ভাবে তাঁর হাজিরা খাতায় সই করে গিয়েছেন, তা নিয়েই সেই বিষয়ে সুজাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।আর জি করের চিকিৎসক পড়ুয়ার খুন ও ধর্ষণের মামলায় এখন জেল হেফাজতে রয়েছেন দু'জনেই।

পাশাপাশি সিবিআইয়ের কর্তারাও তদন্তে অসহযোগিতার বিষয়টি শীর্ষ আদালতে 'স্টেটাস রিপোর্টে' উল্লেখ করবেন বলে জানিয়েছেন। এবং বিচার প্রক্রিয়ায় তাঁরা ওই অসম্মতিকে হাতিয়ার করবেন বলেও দাবি করছেন সিবিআইয়ের কর্তারা। সিবিআই সূত্রে দাবি, সম্প্রতি সন্দীপ ও অভিজিতের মোবাইল ফোনের ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে আসার পরে তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং তথ্যপ্রমাণ অদল বদলের পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তযোগ্য নানা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উঠে এসেছে। তা ছাড়া সন্দীপ ও অভিজিতের ফোন ঘেঁটে আর জি করের চিকিৎসক পড়ুয়ার খুন, ধর্ষণে আরও কয়েক জন জড়িত থাকতে পারে বলেও সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের সন্দেহ। সিবিআই কর্তাদের কথায়,'এই ধরনের কিছু সূত্র হাতে আসার পরেই সন্দীপ ও অভিজিতের নার্কো এবং পলিগ্রাফ পরীক্ষার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়। সন্দীপের অবশ্য আগেও এক দফা পলিগ্রাফ পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু নতুন সূত্র উঠে আসায় তা বিশদে যাচাইয়ের জন্য ফের ওই দু'জনের নার্কো এবং পলিগ্রাফ টেস্টের আবেদন করা হয়।'

তবে ভারতীয় সংবিধানের ২০(৩) ধারায় স্পষ্ট বিধান রয়েছে, অভিযুক্তদের সম্মতি ছাড়া ওই ধরনের কোনও পরীক্ষা তদন্তকারী সংস্থা করতে পারবে না। গত শুক্রবার শিয়ালদহ অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ওই আবেদনের শুনানি হয়। এর পরে দু'জনকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্দীপ এবং অভিজিৎ দু'জনেই বিচারকের সামনে ওই পরীক্ষায় অসম্মতি প্রকাশ করেন। ওই দু'জনের অসম্মতির ক্ষেত্রে বিচারক তাঁর নির্দেশনামার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা তদন্তকারী সংস্থার সামনে সঠিক তথ্য নিয়ে আসার সহজ উপায়। কিন্তু সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া ওই পরীক্ষা করানো তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব পরিস্থিতি সিবিআইয়ের তদন্তের বিপক্ষে গিয়েছে।'

চিকিৎসক পড়ুয়ার খুন, ধর্ষণে তথ্যপ্রমাণ লোপাট, তথ্যপ্রমাণ অদল বদলে সন্দীপ এবং অভিজিৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত বলেও সিবিআই কর্তাদের দাবি। তা ছাড়া, ওই দু'জন গোয়েন্দা হেফাজতে সত্য আড়াল করে তদন্ত বিপথে চালিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে বলেও সিবিআই দাবি করেছে। তদন্তকারীদের কথায়, পলিগ্রাফ ও নার্কো পরীক্ষায় সন্দীপ, অভিজিতের অসম্মতি প্রকাশ তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগটিই আদালতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শুনানির সময়ে এর বিশদে ব্যাখ্যা দেওয়ার অতএব আর দরকার হবে না।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৮৭ সংখ্যা ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ শুক্রবার ০৮ কার্ত্তিক, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

সাগরের বুকেই শক্তিক্ষয় 'ডানা'র, বঙ্গে ক্ষতির সম্ভাবনা কম

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' ক্রমশই এগিয়ে আসছে স্থলভূমির দিকেই। দিল্লির মৌসম ভবনের পূর্বাভাস মিলিয়ে ওড়িশার ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য সংলগ্ন ধামরা বন্দর এলাকাতেই ল্যান্ডফল করতে চলেছে 'ডানা'।শুক্রবার সকালের মধ্যে সে নিম্নচাপে পরিণত হবে। তবে শুক্রবার বেলার দিক অবধি বাংলা ও ওড়িশা উপকূলে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে সাগরেও জলোচ্ছ্বাস চোখে পড়বে। বাংলার বুকে শনিবার থেকেই কিন্তু আবহাওয়ার ভোলবদল চোখে পড়বে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশা মিলবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে কুয়াশার গাঢ়ত্ব বেশি হবে। রাতের দিকে দক্ষিণবঙ্গের পারা কমবে। গায়ে দিতে হবে চাদর। বন্ধ করতে হবে এসি সহ পাখাও। কার্যত এখন ওড়িশার দুয়ারে 'ডানা' আর বাংলার দুয়ারে 'ঠাণ্ডা'। বঙ্গবাসী সাক্ষী থাকছে আবহাওয়ার এই ভোলবদলের।

তবে যে সময়ে তার ভূমিস্পর্শ করার কথা ছিল তার আগেই সেই স্থলভাগে ঢুকে পড়তে চলেছে। সকাল ৯টা নাগাদ মৌসম ভবন সূত্রে প্রাপ্ত খবর, বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে নাগাদ ধামরার বুকে শুরু হবে 'ডানা'র ল্যান্ডফল। রাত সাড়ে ৯টার মধ্যে তা স্থলভাগে সম্পূর্ণ রূপে ঢুকে পড়বে। তবে স্থলোভাগে পা রাখার আগেই 'ডানা'র শক্তিক্ষয় শুরু হয়ে যাবে সাগরের বুকে। নেপথ্যে উত্তরে হাওয়া। সেই হাওয়ার জন্যই 'ডানা' যেমন বেশি উত্তর দিকে এগোতে পারছে না, তেমনি উত্তরে ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে তার শক্তিও ক্ষয় হচ্ছে। আর এই কারণেই বাংলার বুকে 'ডানা'র দাপটে যে প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছিল ততটা প্রভাব কিন্তু পড়তে দেখা যাচ্ছে না। তবে জলোচ্ছ্বাসের বিপদ থাকছে।প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, 'ডানা'র দাপটে বুধবার রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় ঝোড়ো সাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টি হবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের ৭-৮টি জেলায়। কিন্তু এই জেলাগুলি থেকে গতকাল বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির খবর মিললেও তা অনুমানের থেকে যথেষ্টই কম হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া উপকূলবর্তী এলাকা ছাড়া সেভাবে কোথাও দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের মোট ১০টি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। এমনকি শুক্রবারও রাজ্যের পশ্চিমের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সাগরের বুকে 'ডানা'র শক্তিক্ষয় দেখে মৌসম ভবনের বিশেষজ্ঞদের দাবি, 'ডানা'র প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলায় যতটা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছিল ততটা পড়বে না। কেননা সকাল ৯টা অবধি এদিন রাজ্যের কোথাও অতি ভারী বৃষ্টি তো দূরের কথা, ভারী বৃষ্টির খবরও মেলেনি। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে যা সাধারণত নিম্নচাপের ক্ষেত্রে হয়। তবে ঝোড়ো হাওয়া সেভাবে মিলছে না।উপকূলবর্তী এলাকায় অবশ্য ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে। সাগরও উত্তাল আছে। তবুও যতটা দুর্যোগের আশঙ্কা করা হয়েছিল, ততটা দুর্যোগের মুখে বাংলাকে পড়তে হচ্ছে না।

মৌসম ভবনের দাবি, স্থলভাগে পা রাখার আগে সাগরেই শক্তি হারানো শুরু করে দেবে 'ডানা'। ভিতরকণিকা অভয়ারণ্যের উপস্থিতির জন্যই হুট করে স্থলভাগে ঢুকে পড়তে পারবে না এই ঝড়। এদিন বিকালে যখন সে স্থলভাগে পা রাখবে তখন তার গতি ঘন্টায় ১০০ কিমি'র আশেপাশে থাকবে। যদিও প্রথমে মনে করা হয়েছিল এই গতি ঘন্টায় ১৩৫কিমি থেকে ১৪০কিমি বেগে হবে। কিন্তু সাগরের বুকে শক্তিক্ষয়ের দরুণ 'ডানা' খুব শক্তিশালী হয়ে স্থল্ভাগে পা রাখবে না। স্থলভাগে পা রাখার পর থেকেই সেই আরও দ্রুত হারে শক্তি হারাবে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

খরচায়। তবে কালীঘাটের কালী মন্দির কবে , এটা বলতে গেলে বলতে হবে।পৌরাণিক (পীঠমালা তন্ত্র) কিংবদন্তী অনুসারে, সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্নিত দেহের সতীর ডান পায়ের চারটি (মতান্তরে একটি) আঙুল এই কালীঘাট তীর্থে পড়েছিল।

জনশ্রুতি যে বল্লাল সেনের সময় (১১৫৯-১১৭৯ খৃঃ) এই জায়গাটি কালীক্ষেত্র নামে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর আমলে তীর্থ দর্শনের আশায় অনেক পুন্যার্থী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কালীক্ষেত্রে স্নান করতে আসতেন। সেই সময় এই কালীক্ষেত্র বহুলা (বেহালা?) থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যিখানে ত্রিভুজাকৃতি ৩ কিলোমিটার জায়গাকে অতি পবিত্র বলা হত।

ত্রিভুজের তিন কোণে ছিল ব্রহ্মা, বিষনু ও মহেশ্বরের মন্দির। এই কালীক্ষেত্র সীমার মধ্যে কোন এক জায়গায় সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে সতীদেহের পায়ের আঙুল পড়েছিল। সেই জন্য সেখানে এক দেবীমূর্তি ও একটি ভৈরব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর আর দেবীমূর্তি কালী।

কোনো কোনো গবেষক বলেন "কালীক্ষেত্র" কথাটি থেকে "কলকাতা" নামটির উদ্ভব। এটাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরানিক ইতিহাস। কালীঘাটের আদি সৃষ্টির ইতিহাস পুরোটাই কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে।

আগে কালী ছিলেন অনার্যদেবী। তখনও তিনি হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে পুরোপুরি ঠাঁই পান নি। কালীর পূজো পুরনো বিশ্বাস অনুযায়ী নর ও অন্যান্য বলি দিয়ে করা হত। তাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল কালীক্ষেত্রের এই দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ এলাকায় যেখানে তখন আইনের শাসন ও সভ্যতার আলো এসে পৌঁছয়নি।

এই অঞ্চলের অধিবাসী তখন প্রধানত পোদ, জেলে, দুলে,বাগদী প্রভৃতি আদিবাসী। কিছু তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ তীর্থ যাত্রী গোপনে পূজো দেবার জন্য এখানে আসতেন।

এরপর থেকে ৩০০ বছর কালীঘাট বা গঙ্গার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এরপর কালীঘাট সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া গেল ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের রচিত্তমনসা মঙ্গল্ল কাব্য থেকে। জানতে পারছি কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট সম্বন্ধে কিছু কথা। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী ভাগলপুর থেকে সাগরের দিকে চলেছে।

তরী বাইতে বাইতে কয়েকদিন বাদে নানা গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে তাঁরা পৌঁছলেন চিৎপুরে। দুপুরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বেতড়ে (বর্তমান শিবপুর) পৌঁছলেন। এখানে রয়েছে বেতাই চন্ডীর প্রাচীন মন্দির। এখানে চাঁদ সওদাগর পূজো দিয়ে ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম করে আবার নদী পেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে কালীঘাটে থামলেন। বণিক কালিঘাটে মায়ের পূজো দিলেন।

এর কয়েক বছর পরে ১৫১০

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

দাপট শুরু 'দানা'-র, বৃষ্টি শুরু রাজ্যে, স্থলভাগের থেকে ক্রমশ কমছে দূরত্ব

হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৈরি রয়েছে আপৎকালীন টিমও।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ রাতে নবান্নেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন। সেখান থেকেই গোটা বিষয় তদারকি করবেন তিনি। জেলার আধিকারিকদের থেকে মাঝেমধ্যেই তিনি পরিস্থিতির বিষয়ে খবর নিচ্ছেন।

কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেঘলা।কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার করে এসেছে চারিদিক। ফুঁসছে সমুদ্র। স্থলভাগের থেকে ক্রমশ কমছে দূরত্ব।

আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল, দূরত্ব কমিয়ে পারাদ্বীপ থেকে বর্তমানে ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ধামারা থেকে ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং সাগরদ্বীপ থেকে ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান করছে দানা।

বৃহস্পতিবার মাঝরাত থেকে ভিতরকণিকা ও ধামারাতে ল্যান্ডফল শুরু হবে। প্রভাব পড়বে বাংলায়। এই সময়ে উপকূলবর্তী সমস্ত এলাকায় ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর।

সকালের বুলেটিনে আলিপুর জানিয়েছিল, ঘণ্টায় ১২ কিমি বেগে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছে দানা। তবে, বর্তমানে এর গতিবেগ ১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে সাগরদ্বীপ থেকে পুরীর মাঝে। ল্যান্ডফলের সময় দিঘা, মন্দারমনি-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকতে পারে ১০০ থেকে ১২০ কিমি। তীব্র জলোচ্ছ্বাস দেখা যেতে পারে সমুদ্রে।

আলিপুর আরও জানাচ্ছে, ল্যান্ডফলের সময় দিঘায় জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ১ থেকে ২ মিটার হতে পারে। একইভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলে দশমিক ৫ থেকে ১ মিটার পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হতে পারে।

দানার আগমন ঘিরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বন্দরেও। আবহাওয়া আধিকারিক সোমনাথ দত্ত বলেন, 'হলদিয়া, কলকাতা ও সাগর বন্দরে ৯ নম্বর সর্তকতা জারি করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় যদি বন্দরকে ডান দিকে রেখে অতিক্রম করে তখন আমরা এই ৯ নম্বর সতর্কতা জারি করে থাকি।'

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই শ্রী শক্তির উল্লেখ বহু গ্রন্থেই আছে। পরাশর-সংহিতায় যে তিনটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল- শ্রী, ভূ (ভূমি) ও লীলা। জয়াখ্য-সংহিতায় লক্ষ্মী কীর্তি, জয়া ও মায়া এই চার দেবীর উল্লেখ আছে। এখন লক্ষ্মী ও শ্রী শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। যাঁর দ্বারা লক্ষত হয় অর্থাৎ সকলে যাকে লক্ষ্য করেন বা দর্শন করেন, তিনিই লক্ষ্মী। অর্থাৎ লক্ষ্মী শব্দের অর্থ সৌন্দর্য। আবার যার দ্বারা সকলে আশ্রিত হয় তিনিই শ্রী।

• সতর্কীকরণ •

ক্রমশঃ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ইউনূসের নীল নকশাকে ধাক্কা দিয়ে রাষ্ট্রপতির পাশে দাঁড়াল খালেদা জিয়ার দল

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে হঠাতে কোমর বেঁধে নেমেছে পাকিস্তানের পোষ্য ভৃত্য মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামান দেশে ফেরার আগেই ক্ষমতার রাশ নিজেদের হাতে নিতে কোমর কষে ঝাঁপিয়েছে। কিন্তু ইউনূস গংয়ের সেই পরিকল্পনায় বাধ সাধল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি।রাষ্ট্রপতিকে সরানোর বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন আদায়ে এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় অপতৎপরতা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির তিন শীর্ষ নেতার সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। ওই বৈঠকে বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান, আমীর

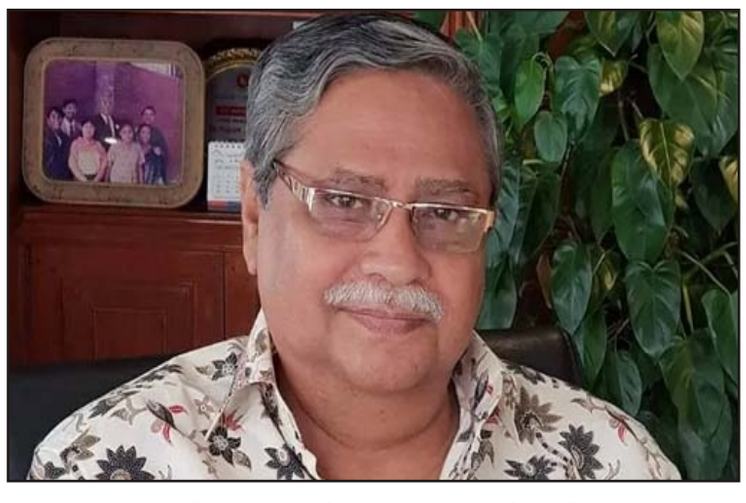

খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমেদ। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করে আসলে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিছিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে 'আইএসআই' এজেন্ট অন্তর্বর্তী সরকার, তা বুঝতে পেরে বিএনপি নেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দেশে নতুন কোনও সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি করা যাবে না। পরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন আমেদ বলেন, 'রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবেএতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিলম্বিত হবে। তাই এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির অপসারণ চায় না বিএনপি।'বর্তমান রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে সরিয়ে কোনও রকম সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরির সুযোগ করে দিতে রাজি নন বলে 'আইএসআই' এজেন্ট মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসকে বুধবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবারই (২২ অক্টবর) রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের ইস্তফার দাবিতে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল ঢাকা। বঙ্গভবনে গায়ের জোরে ঢোকার চেষ্টা চালিয়েছিল মৌলবাদী ও জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। বাধ্য হয়ে গুলি চালায় পুলিশ। গুলিবিদ্ধ হন পাঁচ জন। জঙ্গিদের হামলায় আহত হন ২৫ পুলিশ কর্মী। রাষ্ট্রপতিকে সরানোর নীল নকশা বাস্তবায়ন নিয়ে রাজাকারদের নব্য নেতা তথা প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আমেদের সঙ্গে বৈঠক করেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং হুজি নেতা তথা তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

সিনেমার খবর

cinema TV

প্রেমের সমীকরণ নিয়ে যা বললেন শ্রদ্ধা কাপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আবারও নাকি প্রেমে পড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর! চিত্রনাট্যকার রাহুল মোদীর সঙ্গে বেশ কিছু দিন সম্পর্কে ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে তিনি নাকি এক সিদ্ধিকে মন দিয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সম্পর্কের নানা সমীকরণ নিয়ে কথা বললেন শ্রদ্ধা।

'আশিকি ২' ছবিতে অভিনয় করে প্রথম দর্শকের নজর কেড়েছিলেন শ্রদ্ধা কাপুর। অভিনেত্রীর বিপরীতে এক মদ্যপ প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আদিত্য রায় কাপুর। বাস্তবে যদি এমন প্রেমিকের পাল্লায় পড়েন, কী করবেন শ্রদ্ধা? অভিনেত্রীকে এমন প্রশ্ন করা হয়। এ সময় শ্রদ্ধা স্পষ্ট জানান, বাস্তবে এমন কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবেন না তিনি।

আদিত্য অভিনীত চরিত্র রাহুল জয়কার পেশায় গায়ক। কিন্তু অধিকাংশ সময় ডুবে থাকত মদে। শ্রদ্ধা বলেন, "এমন মানুষ বাস্তবে দেখলে আমি উল্টো দিকে হাঁটা দেব নিজের জীবন বাঁচাতে। দ্রুত পালানোর জন্য বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজব।"

বর্তমান প্রজন্মে সম্পর্কের নানা সমীকরণ তৈরি হয়েছে। প্রেম থাকলেও একসঙ্গে থাকার কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, এমন সম্পর্কও রয়েছে। শ্রদ্ধার 'হাফ গার্লফ্রেন্ড' ছবিতেও সম্পর্কের রং কিছুটা এমনই। বাস্তবেও কি এমন সম্পর্কে বিশ্বাস করেন অভিনেত্রী? উত্তরে শ্রদ্ধা বলেন, "আমি রূপকথার গল্পের মতো প্রেম চাই জীবনে। তাই কারও অর্ধেক প্রেমিকা হওয়া আমার দ্বারা হবে না।"

সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান, তিনি বড় পরিবার পছন্দ করেন। বিয়ের পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়েও সংসার করতে চান তিনি।

কিছু দিন আগেই মুক্তি পেয়েছে শ্রদ্ধার ছবি 'স্ত্রী ২'। অভিনেত্রী প্রশংসা পেয়েছেন এই ছবির জন্য। এতে শ্রদ্ধার বিপরীতে অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও।

সত্যিই কি ঐশ্বরিয়া-অভিষেকের দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আলোচিত বলিউড তারকা দম্পতি ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের দাম্পত্যে ফাটল ধরার খবর বেশ কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। দাম্পত্যে দূরত্বের কারণ স্পষ্টত জানা না গেলেও শোনা যাচ্ছিল, সংসারে বনিবনার অভাবেই নাকি দূরত্ব বেড়েছে এ দুজনের মধ্যে। তবে এরই মধ্যে নতুন এক খবর নেটদুনিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের দাম্পত্যে নাকি তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে।

শোনা যাচ্ছে, অভিষেকের জীবনেই নাকি এসেছেন অন্য কেউ। অভিনেত্রী নিমরত কৌরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরেই নাকি এ তারকা দম্পতির সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছে। ২০২২ সালে 'দশভি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন অভিষেক ও নিমরত। গুঞ্জন উঠেছে, এই ছবির শুটিং থেকেই নাকি অভিষেক-নিমরতের মন দেওয়া নেওয়া শুরু! তবে এই নিয়ে মুখ খোলেননি ঐশ্বরিয়া, অভিষেক বা নিমরত কেউই। তাদের ঘনিষ্ঠজনেরাও কিছু বলছেন না।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে 'উমরাও জান' ছবির শুটিং থেকে ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের প্রেমের শুরুর পরের বছরই বিয়ে হয়। ২০১১ সালে তাদের কোলে আসে প্রথম সন্তান, আরাধ্যা বচ্চন। তবে গত কয়েক মাস ধরে প্রকাশ্যে আসছে তাদের দুজনের দূরত্ব। বিয়ের অনুষ্ঠান, আওয়ার্ড শো ও ফ্যাশন ইভেন্ট সবখানেই মেয়েকে নিয়ে হাজির হচ্ছে ঐশ্বরিয়া। তবে স্বামী অভিষেককে সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না ঐশ্বরিয়ার পাশে।

সুখবর দিলেন ঐশ্বরিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। যার রূপে, গুণে ঘায়েল ছিল লাখো তরুণ-যুবক। তার সংসার নাকি ভাঙার মুখে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মোটেই বনিবনা হচ্ছে না। বি-টাউনে কান পাতলেই শোনা যায় এই অভিনেত্রীর বিচ্ছেদের গুঞ্জন। স্বামী নাকি খুলে ফেলেছেন বিয়ের আংটি।

এই পরিস্থিতিতে সুখবর শোনালেন ঐশ্বরিয়া। এমনিতে তো তাকে আলোচনার শেষ নেই। এর মাঝেও নিজের পেশাগত জীবনে কোনও প্রভাব যে পড়তে দিচ্ছেন না এই খবর যেন তারই প্রমাণ। বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী নায়িকা হলেন ঐশ্বরিয়া। সেই খবর ঘোষণা হল শুক্রবার। যদিও এই বিষয়ে অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য শোনা যায়নি। তবে এই খবর না শুনে অভিনেত্রীর অনুরাগীরা খুবই খুশি। সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাকে। এই তালিকায় পয়লা নম্বরে অবশ্য রয়েছেন অন্য নায়িকা। সবাইকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে রয়েছেন জুহি চাওলা।

বিমান কর্মীকে কারিনা ভেবে যে অদ্ভুত কাণ্ড সাইফের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিপাড়ার অন্যতম আলোচিত জুটি সাইফ আলি খান এবং কারিনা কাপুর খান। সম্প্রতি ১২ বছরের বিবাহবার্ষিকী পালন করলেন এ তারকা দম্পতি। এরই মাঝে মুম্বাই বিমানবন্দরের সামনে দুই ছেলে তৈমুর আলি খান এবং জাহাঙ্গীর আলি খানকে নিয়ে ফ্রেমবন্দি হন তারা। তবে এর মাঝে সাইফ বিমানবন্দরের সামনে যে ঘটনা ঘটালেন তা দেখে হতবাক সবাই।

এমনিতে কারিনাকে নিয়ে খুবই সংরক্ষণশীল নায়ক। কিন্তু বিমানবন্দরে যে নিজের বউকেই চিনতে পারবেন না তিনি সেটা কেউ আশা করেননি। আসলে সে দিন কারিনার পরনে ছিল কুর্তা তার উপর লাল রঙের একটি জ্যাকেট।

ঠিক হুবহু একটি লাল জ্যাকেট পরেছিলেন বিমানবন্দরেরই একজন মহিলা কর্মী। তার সঙ্গেই করিনাকে গুলিয়ে ফেলেন সাইফ। বউ ভেবে জড়িয়ে ধরতে যান। সেই মুহূর্ত চোখ এড়ায়নি পাপারাজ্জিদের। সঙ্গে সঙ্গে তা ফ্রেমবন্দি করেন তারা। নিজের ভুল বুঝে সাইফও হেসে ফেলেছিলেন।

আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার কেউ ছিল না : সামান্থা

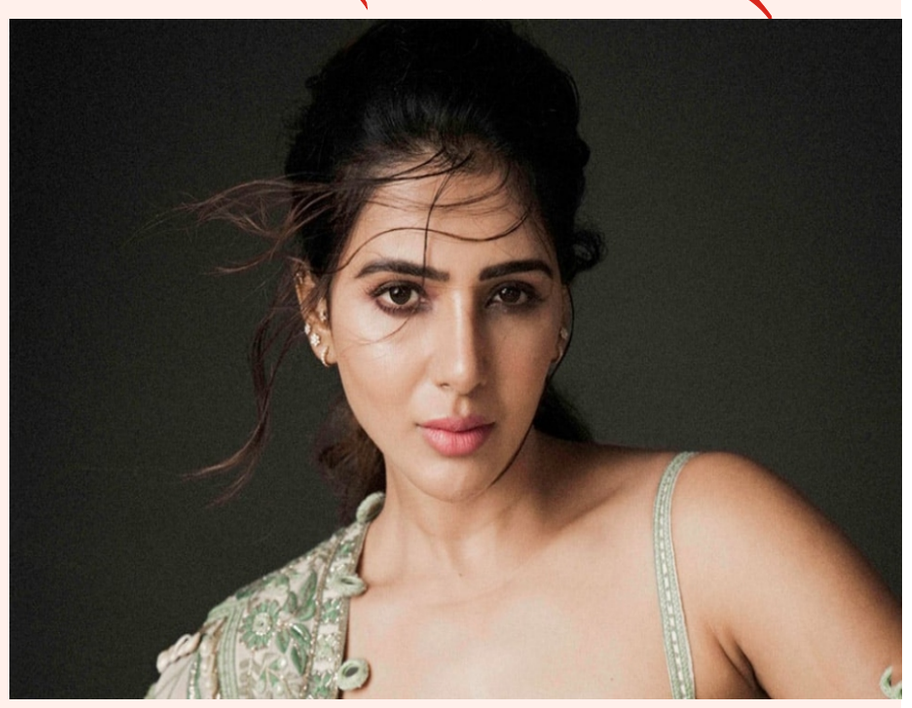

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় তারকা সামান্থা রুথ প্রভু ২০২২ সালে মায়োসাইটিস নামে এক রোগে আক্রান্ত হন। রোগ ধরা পড়ার পরে ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল: হানি বানি'র শুটিং করছিলেন অভিনেত্রী। একদিন সেটেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

সম্প্রতি এই সিরিজের কলাকুশলীদের নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে স্মৃতিভ্রম পর্যন্ত হয় সামান্থার।

সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, মাথায় আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমি সকলের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। মুহূর্তে সব যেন অচেনা লাগছিল। কিন্তু এখন ভেবে দেখি, কেউ আমাকে একবারও হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। এমনকি কেউ একবারও জিজ্ঞেসও করেনি আমাকে।

শেষে অভিনেত্রীর ভাষ্য, আমাকে ছাড়াই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমি কাজটা করতে পারব না। আমি নিশ্চিত ছিলাম, আমার দ্বারা হবে না। এমনকি অন্য কোন অভিনেত্রীকে এই চরিত্রে নেওয়া যায়, সেটা নিয়েও আলোচনা করেছিলাম। তবে নির্মাতা রাজি হননি।

কেইনের হ্যাটট্রিক, গোল উৎসবে বার্সা মহারণের প্রস্তুতি সারল বায়ার্ন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত মৌসুমের বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েই হয়েছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। তবে শিরোপা আক্ষেপ ঘুচেনি সাবেক এই টটেনহ্যাম তারকার।এই মৌসুমে শিরোপা স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা সেটা সময়ই বলে দেবে, তবে মাঠে দুর্দান্ত ফর্ম চলতি মৌসুমেও ধরে রেখেছেন গোল্ডেন বুট জয়ী এই ইংলিশ তারকা। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার স্টুটগার্টের বিপক্ষে বুন্দেসলীগার ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে বায়ার্ন।গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় ব্যাভারিয়ানরা।এর মধ্যে টানা তিন গোলেন করে হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন কেইন।শেষদিকে ব্যবধান বাড়ান কিংসলে কোমান। লিগে দুই ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিন ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেল জার্মানির সফলতম ক্লাবটি।আগামী ২৪ অক্টোবর বার্সালোনার বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মাঠে নামবে। পরিসংখ্যানের দিকের চোখ রাখলে দেখা যাবে ম্যাচে বায়ার্নের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া।৬৬ শতাংশ সময়ে বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২২ টি শট নেয় বায়ার্ন। প্রতিপক্ষ শটই নিতে পেরেছে কেবল ৪টি।

তবে প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি জোরালো আক্রমণ করেও গোলশূন্য ছিল জার্মান জায়ান্টরা।৫১তম মিনিটে গোলমুখে একটি সুবর্ণ সুযোগ হারানোর ছয় মিনিট পর দলকে এগিয়ে নেন কেইন। বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে গোলটি করেন তিনি।

দুই ম্যাচের গোলখরা কাটিয়ে কেইন হয়ে উঠেন আরও ক্ষুরধার। ৬০তম ও ৮০তম মিনিটে ফের নিখুঁত দুটি ফিনিশে আদায় করে নেন হ্যাটট্রিক।

এবারের লিগে এটা তার দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। আসরে তার মোট গোল হলো আটটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দিনামো জাগরেবের বিপক্ষে দলের ৯-২ ব্যবধানে জয়েও হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি।৮৯তম মিনিটে বায়ার্নের চতুর্থ গোলটি করেন কিংসলে কোমান।

সাত ম্যাচে পাঁচ জয় ও দুই ড্রয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বায়ার্ন। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লাইপজিগ।

১২ মিনিটে মেসির হ্যাটট্রিক, বড় জয়ে ইতিহাস গড়ল মায়ামি

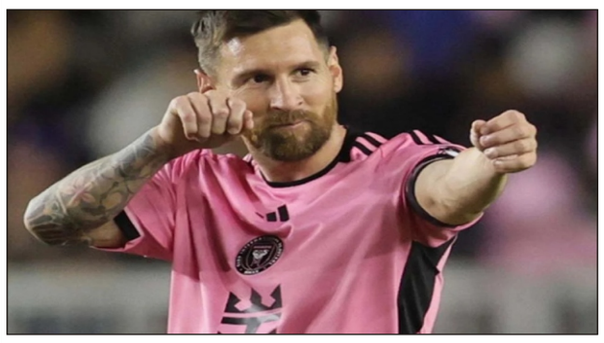

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দিন যত যাচ্ছে লিওনেল মেসি যেন আরও বেশি তরুণ হয়ে ফিরছেন। এইতো মাত্র মাত্র চারদিন আগের কথা। তার হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বলিভিয়াকে বিধ্বস্ত করেছিল আর্জেন্টিনা। আর ২০ অক্টোবর জার্সি বদল হলেও কমেনি তার ক্ষিপ্রতা। এদিন ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে নেমে মাত্র ১২ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক করেন তিনি।

আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকরের হ্যাটট্রিকের সুবাদে এমএলএসে (মেজর লিগ সকার) প্রতিপক্ষ নিউ ইংল্যান্ড রেভ্যুলেশনকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মিয়ামি। এ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান আরও পাকাপোক্ত করেছে ইন্টার মায়ামি। বিশাল এ জয়ে এমএলএসের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড করেছে দলটি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতাটির আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়ে মৌসুম শেষ করেছে তারা।

৩৪ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৪ মৌসুম শেষ করেছে শীর্ষে থাকা মিয়ামি। এমএলএসের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটিই সর্বোচ্চ পয়েন্ট। এর আগে ২০২১ সালে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে মৌসুম শেষ করেছিল নিউ ইংল্যান্ড। অর্থাৎ নিউ ইংল্যান্ডকে হারিয়েই নিউ ইংল্যান্ডের একক রেকর্ড ভেঙেছে মিয়ামি।

ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন লুইস সুয়ারেজ। একটি গোল বেঞ্জামিন ক্রেমাসচির। নিউ ইংল্যান্ডের হয়ে একটি করে গোল করেন লুকা লাঙ্গোনি ও ডিলান বোরেরো। ইস্টার্ন কনফারেন্স লিগে ৩৪ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ৭৪, ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কলম্বাস।

চেজ স্টেডিয়ামে বড় জয় পেলেও মেসিবিহীন মায়ামি দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মিনিটে লুকা ও ৩৪ মিনিটে দিলান গোল করে নিউ ইংল্যান্ডকে ২-০ ব্যবধানে লিড এনে দেন। প্রথমার্ধেই সেগুলো শোধ করে মায়ামি। ৪০ ৪৩ মিনিটের গোলটিও করেন লুইস সুয়ারেজ।

৫৭ মিনিটে বেঞ্চ থেকে মেসিকে মাঠে নামান কোচ টাটা মার্টিনো। বেঞ্জামিনের গোলে পরের মিনিটে লিড নেয় তারা। ৭২ মিনিটে সমতায় ফিরেছিল নিউ ইংল্যান্ড। কিন্তু ভিএআর রিভিউ দেখে তা বাতিল করে দেন রেফারি।

মেসি প্রথম গোলটি করেন ৭৮ মিনিটে। ধীরেসুস্থে আক্রমণে উঠে বক্সের বাইরে থেকেই কোনাকুনি শটে জালের দেখা পান আর্জেন্টাইন তারকা। গোলরক্ষক লাফিয়ে উঠলেও মেসির বাঁ পায়ের শট ঠেকানো দুরূহ হয়ে যায়! দুই মিনিট পর দ্বিতীয় গোলটি করেন ৩৭ বছর বয়সি তারকা। ট্যাপ-ইনে হ্যাটট্রিক করেন ৮৯ মিনিটে। এ নিয়ে লিগে এবারের মৌসুমে ১৯ ম্যাচে ২০ গোল করলেন মেসি।

মৌসুমের প্রথম হারের স্বাদ পেল আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের নতুন মৌসুমের শুরু থেকেই ছুটছিল আর্সেনালের জয়যাত্রা।অবশেষে গানারদের গা থেকে অপরাজিত তকমা তুলে ফেলল বোর্নমুথ। ১৯ অক্টোবর

রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ১০ জনের আর্সেনালকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। নতুন মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটা উত্তর লন্ডনের ক্লাবটির প্রথম হার।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই ধারহীন আর্সেনাল। প্রথমার্ধেই উইলিয়াম সালিবা লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয়। তাতে পরিস্থিতি তাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে দারুণ জয় তুলে নিয়েছে বোর্নমাউথ।

৩০ মিনিটে সালিবাকে হারায় আর্সেনাল। প্রতিপক্ষের প্রতিআক্রমণ আটকাতে গিয়ে মাঝমাঠে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এভানিলসনকে ফাউল করে বসেন সালিবা। রেফারি সরাসরি লাল কার্ড দেখান তাকে। ৩৬ মিনিটে অল্পের জন্য গোল খাওয়া থেকে বেঁচে যায় আর্সেনাল।

৭০ মিনিটে গোল হজম করে আর্সেনাল। কর্নার থেকে আসা বলে সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে জোরাল শটে গোল করেন ক্রিস্টি। এর সাত মিনিট পরেই গানারদের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকেন ক্লুইভার্ট। বক্সে এভানিলসনকে আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়া ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিকে বল জালে জড়ান এই ডাচ ফরোয়ার্ড।

এই হারে ৮ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে বোর্নমাউথ।

পিছিয়ে থেকেও বড় জয় পেল টটেনহ্যাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিছিয়ে থেকেও বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লো টটেনহ্যাম হটস্পার। শনিবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে টটেনহ্যাম। ম্যাচের শেষ দিকে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে ৮৬ মিনিটে বাজে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ওয়েস্টহ্যামের উইঙ্গার মোহাম্মদা কুদুস। টটেনহ্যামের মিকি ভন ডি ভেনকে লাথি ও ধাক্কা দেন তিনি। ম্যাচের ১৮ মিনিটে কুদুসের গোলেই ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল ওয়েস্টহ্যাম।

৩৬ মিনিটে ডিজান কুলোসেভস্কির গোলে ১-১ সমতায় ফেরে টটেনহ্যাম। ৫২ মিনিটে ইভেস বিসোমার গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ৬০ মিনিটে টটেনহ্যামের হয়ে শেষ গোল করেন দক্ষিণ কোরিয়ার তারকা সন হিউং মিন (৩-১)। আর আগে একটি আত্মঘাতী গোল (৫৫ মিনিটে) হজম করে ওয়েস্টহ্যাম। এতে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম।

বাংলাদেশকে পাত্তা না দিয়ে সিরিজে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসেই নির্ধারিত হয়ে গেছিল মিরপুর টেস্টের ফলাফল। মাঝের সময়টায় কেবল মিরাজের লড়াই আর তাইজুলের চেষ্টাই ছিলো। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিলো না। ফলাফল আজ বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনে বাংলাদেশকে পাত্তা না দিয়ে এক সেশনেই কাজ সেরে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। মিরপুর টেস্টে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা।

৭ উইকেটে ২৮৩ রান নিয়ে দিন শুরু করা বাংলাদেশ চতুর্থ দিনে টিকতে পারে কেবল ২৫ মিনিট, যোগ করতে মোটে কেবল আর ২৪ রান। ৩০৭ রানে শেষ হয় বাংলাদেশের ইনিংস। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে মেহেদী হাসান মিরাজ আউট হন ৯৭ রানে। টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রথমবার নব্বইয়ে আটকা পড়লেন তিনি।

৪৬ রানে ৬ উইকেট নিয়ে আরও একবার বাংলাদেশের মূল হন্তারক কাগিসো রাবাদা। ৬৫ টেস্টের ক্যারিয়ারে এই নিয়ে ১৫ বার ইনিংসে ৫ উইকেটের স্বাদ পেলেন এই ফাস্ট বোলার। শেষ ইনিংসে ১০৬ রানের লক্ষ্য ছুঁতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি প্রোটিয়াদের। উইকেট যদিও তিনটি হারাতে হয়েছে, তবে রান তুলেছে তারা ওয়ানডের গতিতে। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট শিকারি তাইজুল দ্বিতীয় ইনিংসেও নেন তিন উইকেট। তবে ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার নায়ক রাবাদা।

দিনের শুরুতে অনুমিতভাবেই দ্বিতীয় নতুন বল নিয়ে আক্রমণ শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। সাফল্য মিলতেও সময় লাগেনি। ১৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা নাঈম হাসান আউট হয়ে যান দিনের তৃতীয় বলেই। পিচ করে তীক্ষ্ণভাবে ভেতরে ঢোকা ডেলিভারিটি একটু বেশিই ভালো ছিল তার জন্য। রাবাদা পূর্ণ করেন ৫ উইকেট।

পরের ওভারে দারুণ এক কাভার ড্রাইভে চার মেরে নব্বইয়ে পা রাখেন মিরাজ। একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকেন শতরানের দিকে। তাইজুল ইসলাম তো বরাবরই ব্যাট হাতে নির্ভর করার মতো। মিরাজের সেঞ্চুরি ও দলের লড়াইয়ের আশা তাই তখনও ছিল। মুল্ডারের বলে দারুণ এক শটে চার মারেন তাইজুলও। কিন্তু একটু বেশি সাহসী হয়ে যাওয়াতেই হয়তো বিপত্তি। চার মারার এক বল পরই ক্যাচ তুলে দেন তিনি স্লিপে।

দলের আশা তখন শেষ। আশা কেবল মিরাজের মাইলফলক ঘিরে। কিন্তু ধরা দিল না সেটিও। শেষ জুটি বলেই হয়তো একটু অস্থির হয়ে উঠছিলেন মিরাজ। রাবাদার লেংথ বলে জায়গা বানিয়ে র‍্যাম্প শট খেলার চেষ্টায় ধরা পড়েন তিনি স্লিপে। ১০ চার ও ১ ছক্কা ১৯১ বলে ৯৭ রানে শেষ হয় তার লড়াই।

এই নিয়ে এ বছর চারবার শতরানের আশা জাগিয়েও তিনি পারলেন না। গত মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপকেষ চট্টগ্রামে অপরাজিত থাকেন তিনি ৮১ রানে। অগাস্টে পাকিস্তান সফরে পরপর দুই টেস্টে খেলেন ৭৭ ও ৭৮ রানের ইনিংস। এবার আরেকটু এগিয়ে গেলেও তিন অঙ্কের দেখা পেলেন না। ২০২১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১০৩ রানের ইনিংসটিই এখনও পর্যন্ত তার একমাত্র টেস্ট শতরান।

রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভুগতে হয়নি খুব একটা। হাসান মাহমুদ নতুন বলে কয়েকবার অস্বস্তিতে ফেলেন ব্যাটসম্যানদের। তাইজুল ইসলামও চেষ্টা করে যান তার মতো করেই। তবে প্রোটিয়ারা রান তুলতে থাকে অনায়াসেই। উদ্বোধনী জুটিতে ওভারপ্রতি চারের বেশি রান তোলেন এইডেন মার্করাম ও টনি ডি জোর্জি। চারটি চারে ২০ রান করে মার্করাম ব্যাট-প্যাডের ফাঁক গলে বোল্ড হন তাইজুলের সোজা হয়ে যাওয়া বলে। তাইজুলকে উড়িয়ে মারতে গিয়েই উইকেট হারান সাত চারে ৪১ রান করা ডি জোর্জি।

পরে মুমিনুল হককে একটি ছক্কা মারার পর ডেভিড বেডিংহ্যাম বিদায় নেন তাইজুলের টার্ন ও বাউন্সে। তবে চারটি চার ও এক ছক্কায় ৩০ রানে অপরাজিত থেকে দ্রুতই দলকে জয় এনে দেন ট্রিস্টান স্টাবস। দ্বিতীয় টেস্ট চট্টগ্রামে শুরু আগামী মঙ্গলবার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস: ১০৬

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস: ৩০৮

বাংলাদেশ ২য় ইনিংস: (আগের দিন ২৮৩/৭) ৮৯.৫ ওভারে ৩০৭ (মিরাজ ৯৭, নাঈম ১৬, তাইজুল ৭, হাসান ৪*; রাবাদা ১৭.৫-৪-৪৬-৬, মুল্ডার ১৩-৩-৪০-১, মহারাজ ৩৭-১০-১০৫-৩, পিট ১৯-০-৯৫-০, মার্করাম ৩-১-৭-০)।

দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় ইনিংস: (লক্ষ্য ১০৬): ২২ ওভারে ১০৬/৩ (ডি জোর্জি ৪১, মার্করাম ২০, স্টাবস ৩০*, বেডিংহ্যাম ১২, রিকেলটন ১*; হাসান ৫-২-১২-০, তাইজুল ১১-১-৪৩-৩, মিরাজ ২-০-১৩-০, নাঈম ২-০-২০-০, মুমিনুল ২-০-১৬-০)।

ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেটে জয়ী

সিরিজ: দুই ম্যাচের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ১-০ ব্যবধানে জয়ী।

বাবরকে 'কুফা' মানতে নারাজ আমির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে জিততে একরকম ভুলেই গিয়েছিল পাকিস্তান। অবশেষে সেই দু:খ ঘুচলো। ইংল্যান্ডকে ১৫২ রানে হারিয়ে সাড়ে তিন বছর এবং ১১ টেস্ট পর জয়ের দেখা পায় তারা। বিশাল এই জয়ের পর থেকে সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমকে নিয়ে সমালোচনায় মুখর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

অনেকের মতে, এই টেস্টে বাবর আজম না থাকাতেই জয় পেয়েছে পাকিস্তান। বাবরকে 'কুফা' বলছেন তারা। তবে বাবরকে নিয়ে এমন সমালোচনা মানতে নারাজ দেশটির তারকা পেসার মোহাম্মদ আমির। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমির লিখেছেন, 'বাবর দলে নেই, অন্য কেউ দলে নেই, তাই দল জিতেছে। দয়া করে এই ধরনের নোংরা চিন্তাভাবনা বাদ দিন। আমাদের পরিকল্পনা ভালো ছিল, ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে খেলেছি, তাই জিতেছি। নিজেদের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত আক্রমণ না করি, পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলি, তবে ব্যক্তিগত কিছু না বলি।'

বাবর আজম গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর তিন ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব ছাড়লে সাদা পোশাকে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেয়ার ভার পড়ে শান মাসুদের কাঁধে। তার নেতৃত্বে খুব একটা সফলতা পায়নি ম্যান ইন গ্রিনরা। টানা সাত ম্যাচে হেরেছে দলটি, এর মধ্যে আছে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে ধবলধোলাই হওয়ার সিরিজও। অবশেষে পরাজয়ের সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এলো তারা।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে হারের পর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি পাকিস্তান। ইংলিশদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫০০ এর বেশি রান করে ইনিংস ব্যবধানে হারে পাকিস্তান। তবে দ্বিতীয় ম্যাচ দিয়ে ঘুরে দাড়ালো স্বাগতিকরা।

মুলতানে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল ২৯৭ রান। তবে ইংলিশরা থেমেছে ১৪৪ রানে। তাতে ১৫২ রানের বিশাল জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ঘরের মাঠে পাকিস্তান সবশেষ টেস্ট জিতেছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

ধোনির রেকর্ড ভাঙলেন পন্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাত্র এক রানের জন্য নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি পাননি ভারতীয় ব্যাটার ঋষভ পন্ত। বেঙ্গালুরুতে আজ টেস্টের চতুর্থ দিনে ১০৫ বলে ৯৯ রানে থামেন এই ব্যাটার। তবে ইনিংসটি খেলার পথে টেস্টে আড়াই হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। ভেঙেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনির রেকর্ড।

ভারতীয় উইকেটরক্ষকদের মধ্যে দ্রুততম আড়াই হাজার রানের রেকর্ড ছিল ধোনির। ক্যারিয়ারের ৬৯তম ইনিংসে মাইলফলকটি ছুঁয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তবে তার চেয়ে ৭ ইনিংস কম খেলে আজ নতুন রেকর্ড গড়েন পন্ত।

এই ম্যাচে আরেকটি রেকর্ড অবশ্য ভুলেই যেতে চাইবেন বাঁহাতি এই ব্যাটার। টেস্ট ইতিহাসে এই প্রথম ম্যাচের তৃতীয় ইনিংসে ৯৯ রানে আউট হলেন কোনো উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

উল্লেখ্য, ভারত প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অলআউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে তুলেছে ৪৬২ রান। আর নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৪০২ রান করায় দলটির জয়ের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে ১০৭ রান।

টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের নতুন রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফ্রিকার উপ-আঞ্চিলিক বাছাইপর্বে সেশেলসের বিপক্ষে নতুন এক রেকর্ড গড়েছে জিম্বাবয়ে। সেঞ্চুরি ছাড়াই টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড গড়েছে দেশটি।

'বি' গ্রুপের ম্যাচে শনিবার টসে হেরে ব্যাটে নেমে ৫ উইকেটে ২৮৬ রান করে জিম্বাবুয়ে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি ছাড়া এটাই সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি ছাড়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ শ্রীলঙ্কার। ২০০৭ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটে ২৬০ রান করেছিল তারা।

জিম্বাবুয়ের ২৮৬ রান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তৃতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। সর্বোচ্চ স্কোর নেপালের, মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৩১৪ রান করেছিল তারা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ ভারতের। বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বশেষ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৬ উইকেটে ২৯৭ রান করে ভারত।

নাইরোবির জিমখানা ক্লাব গ্রাউন্ডে এদিন ৩৫ বলে সর্বোচ্চ ৯১ রান করেন ওপেনার ব্রায়ান বেনেট। আরেক ওপেনার তাদিওয়ানাশি মারুমানি করেন ৩৭ বলে ৮৬ রান। অধিনায়ক সিকান্দার রাজা করেছেন ১৩ বলে ৩৬।

ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে জিম্বাবুয়ে ম্যাচটি জিতেছে ৭৬ রানে।

এই পর্যায়ে খেলাটা খুব একটা খুশির খবর নয় জিম্বাবুয়ের। কারণ তারাই একমাত্র আইসিসি পূর্ণ সদস্য দেশ যারা এই পর্যায়ে খেলছে। এই পর্যায়ে থেকে দুটি দল যাবে পরের রাউন্ডে। সেখানেও আরও একটি বাছাইপর্ব খেলতে হবে।

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও এ বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR